কবিতা থেকে গণসঙ্গীতে

ড. শামস্ রহমান

ঊনিশ-বিশ বয়সের এক যুবকের লেখা একটি কবিতা, সুরে রূপ নেয় সঙ্গীতে। ধমনী বয়ে ধ্বনিতে ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় গণসঙ্গীতে -

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি’

গানটির রচয়ীতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। ভাষা-শহীদ রফিকের (রফিকউদ্দিনের) রক্তাক্ত মৃত দেহ দেখে বিস্মিত হন রাজনৈতিক সচেতন গাফ্ফার চৌধুরী। কবিতা লেখার যন্ত্রণা তাড়া করে তাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় বেদনার ভাব দানাবাঁধাই স্বাভাবিক। তাই সেদিন তাৎক্ষনিক যে পংতি যুবকের কোমল মনে ভিড় করে তা -

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি’

না! এ জাতি ভুলতে পারে না। পারবে না কখনো। ‘একুশ’ একটি বিশেষ ‘ঘটনা’। আর ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো’ একটি বিশেষ গান, যেখানে একটি মূহুর্তের ঘটনা, ‘চলমান-ঘটনা’ হয়ে রূপ নিয়েছে জাতির সত্ত্বায়। ‘ঘটনা’ আর ‘গান’ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আজ স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের দুয়ারে।

একুশ নিয়ে রচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গান। সবগুলোই অত্যন্ত জনপ্রিয়। যেমন, ভাষা সৌনিক গাজীউল হকের -

‘লাল ঢাকা রাজপথ,
ভুলব না ভুলব না’

সম্ভবত, এটাই একুশের প্রথম গান। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে, দ্রুত হয়ে ওঠে রাজপথের গানে। আবু জাফর ওবায়দুল্লার -

‘আজকে স্মরিও তারে,
ভাষা বাঁচাবার তরে প্রাণ দিল যারা’

গানটি ১৯৫৩’র একুশের প্রভাতফেরির গান হিসেবে গাওয়া হয়। সেই সাথে আব্দুল লতিফের (১৯৫৩’তে রচিত) -

‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’

এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। গানের শব্দ, সুর ও ছন্দ - আনন্দ ও উদ্দীপনায় আজও মাতিয়ে তুলে গ্রামবাংলার মানুষের হৃদয়।

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো’ গানে দুটি স্বাতন্ত্র্যসূচক ধারা লক্ষনীয়। ত্রিশ বাক্যে রচিত কবিতার প্রথম অংশ (প্রথম ছয় লাইন), দ্বিতীয় অংশ (অবশিষ্ট লাইন) থেকে ভাব ও ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। একদিকে ব্যথা-বেদনার উপলব্ধি রূপ নিয়েছে শোকগাঁথায় -

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙ্গানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি’

অন্যদিকে, দ্বিতীয় অংশ প্রতিবাদ মূখর। রচয়ীতা এখানে শোনায় উদ্দীপনার বাণী -

‘জাগো নাগিনীরা জাগো, জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা’

কিংবা -

‘আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে’।

একজন সমাজ সচেতন যুবকের পক্ষে সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া যতটা স্বাভাবিক, শোকগাঁথা রচনা হয়তো ততটা স্বাভাবিক নয়। ‘কবর’ কবিতার মাঝে কবি জসিমউদ্দিনও ব্যতিক্রম -

‘ঔখানে তোর দাদীর কবর, ডালিম গাছের তলে,
ত্রিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি, দুই নয়নের জলে’

এখানে কলেজে অধ্যায়নরত এক যুবক ভাবনায় অবতির্ন হয়েছে বয়বৃদ্ধ দাদুর ভূমিকায়। ‘কবর’ এবং ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো’ উভয় ক্ষেত্রেই কবি-মন জয় করেছে সময়।

শোকগাঁথা ও উদ্দীপনা, এই দুই ধারার ফাঁকে গাফ্ফার চৌধুরী উন্মোচন করেছেন মানব ইতিহাসের এক কূলষিত দিক। বর্বরেরা যে বার বার মানুষের সরল, সুন্দর ও
শান্তিময় মূহুর্তে আঘাত হানে, তারই চিত্র একেছেন তিনি -

‘সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে,
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা। অলকনন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো’

আজ যে সুরে ‘আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙ্গানো’ গাওয়া হয়, তার সুরকার শহীদ আলতাফ মাহমুদ। সুর নাকি স্বর্গের। মানুষের নয়, বিধাতার সৃষ্টি ("Where were you when I laid the earth's foundation? While the morning stars sang together and all the angels shouted with joy?" - Old Testament, Job 38, 1a, 4a, and 7)। হয়তো আলতাফ মাহমুদের এ সুর বিধাতার বিধানে বাঁধা! তাইতো, এতটাই শ্রুতিমধূর। তিনি গির্জা-সঙ্গীতের সুরে গানটি বেঁধেছেন। গির্জায় কংগ্রেশনাল সঙ্গীতে ক্যান্টর যেমন গানের সুচনা করে, বাকি সবাই কয়েক মূহুর্ত পরে ধরে। গাওয়ার এ কায়দা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো’ তেও লক্ষনীয় - বিশেষ করে প্রভাতফেরিতে গাওয়ার সময়।

সমাজকে এক বিশেষ লক্ষ্যে ধাবিত করার জন্য বিপ্লবী বানী কি অপরিহার্য? হয়তো বা না। যেমন দেখি একটি আন্তর্জাতিক গনসঙ্গিতে -

"We shall overcome,
We shall overcome someday
Here is my heart, I do believe we shall
overcome someday"

এখানে সংগ্রামের প্রকাশ্য কোন ডাক নেই। আছে আত্নার কথা, আত্নবিশ্বাসের কথা। আছে সুকঠিন আত্নপ্রত্যয়ের অঙ্গিকার। এই গানের সুরে বিশ্ববাসী মানব-শিকল হয়ে হেটেছে অসত্য, অসুন্দর ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির অন্নেষনে - অনেকটা পথ। তেমনি, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো'। এ গানের যে অংশটুকু গাওয়া হয় (প্রথম ছয় লাইন) তাতেও কোন বিপ্লবী ডাক নেই। এখানে শুধুই বেদনা দানা বেঁধে উদ্ভাসিত হয়েছে হৃদয়ের কয়েকটি পংতিতে। যার মাঝে জন্ম নিয়েছে মানুষে মানুষে হাতে হাত রেখে চলার বিশ্বাস। যেখানে শোক রূপান্তরিত হয়েছে সুপ্ত শক্তিতে। তাইতো, 'একুশ' স্বাধীনতার উৎস।

---

* প্রবন্ধটি সম্প্রতি (২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭) একুশে একাডেমীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত ম্যগাজিনে ছাপা হয়।